যুগান্তর

তারিখ ... 13 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন

শিক্ষকদের কোচিং নিষিদ্ধ চায় টিআইবি নির্লিপ্ত মন্ত্রণালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিং 'নিষিদ্ধ' চায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুবই নির্লিপ্ত ও কৌশলী ভূমিকায় আছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। টিআইবির সুপারিশের জবাবে মন্ত্রণালয় বলছে, 'বিদ্যালয় চলাকালীন' সময়ে শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিং করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোথাও যদি এ ধরনের কার্যক্রম দেখা যায়, তাহলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা 'টিআইবি' প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতে সরকারের কাছে মোট ৩৩ দফা সুপারিশ করেছে। শহর বা পৌর এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, সমাপনী পরীক্ষায় ফি না নিয়ে সম্পূর্ণ ফ্রি পরীক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষক নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রি নির্ধারণ এবং বেতন স্কেল জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পরিবর্তনের সুপারিশ এর মধ্যে অন্যতম।

জানা গেছে, টিআইবির এসব সুপারিশসহ রোববার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সচিব হুমায়ুন খালিদ এবং টিআইবির পক্ষে নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান উভয় পক্ষের নেতৃত্ব দেন।

এই বৈঠককে সামনে রেখে টিআইবি ৬ পৃষ্ঠার একটি 'পলিসি ব্রিফ' পাঠায়

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শিক্ষকদের কোচিং নিষিদ্ধ চায় টিআইবি নির্লিপ্ত মন্ত্রণালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়ে। তাতে ৩৩টি সুপারিশ আছে। মন্ত্রণালয় এর ওপর দফাওয়ারি ৪ পৃষ্ঠার জবাব তৈরি করে। পরে এ নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। টিআইবি মোট ৫টি বিষয়ের ওপর সুপারিশগুলো করে। এগুলো হল : মানবসম্পদ, বদলি, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক চ্যালেঞ্জ, শিক্ষা সেবা এবং কমিউনিটি অংশগ্রহণ। সুপারিশের মধ্যে আরও আছে— শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১ : ৩০, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সব স্তরে শূন্যপদে নিয়োগ এবং সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকেই প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক বদলিতে নীতিমালা অনুসরণ, শিক্ষাবহির্ভূত কাজে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত না করা, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ভালো কাজের প্রণোদনা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য শাস্তি, নতুন ভবন নির্মাণে জবাবদিহিতা নিশ্চিত, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা, মহিলা শিক্ষক ও ছাত্রীদের টয়লেটের ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের মতো প্রাথমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর গঠন, শিক্ষক পদায়নে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করা, উপবৃত্তি ও মেরামতের টাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বদলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে পাঠানো, নারী শিক্ষককে নারীবান্ধব মোটরসাইকেলের ব্যবস্থা, শিক্ষা অফিসে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর, শিক্ষা কর্মকর্তাদের মনিটরিংয়ের আওতায় আনা, সহশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা অফিসে বই রাখার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশ, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এসএমসি গঠন, এসএমসির সদস্য সংখ্যা বাড়ানো ও সভা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ এবং এসএমসির সদস্যদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও সচেতন করা।